যুগান্তর

তারিখ 9 DEC 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

নিয়োগ পাওয়ার প্রত্যাশায় পনের সহস্রাধিক শিক্ষক

মুসতাক আহমদ

গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ১৫ সহস্রাধিক প্রার্থীর। প্রায় ৪ মাস আগে তাদের নিয়োগের জন্য নির্বাচিত করে ঘোষণা দেয়া হয়। সে অনুযায়ী তারা প্রত্যেক উপজেলায় সরকার গঠিতব্য 'শিক্ষক পুলে' নিয়োজিত হবেন। কিন্তু সেই কাঙ্ক্ষিত পুল এখনও আইনি ভিত্তিই পায়নি। ফলে মেলেনি বহুলপ্রত্যাশিত চাকরিতে যোগদানের সুযোগও। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত কোন ধরনের আইন, বিধিমালা বা নীতিমালা না করেই সরকার ওই পুলটি গঠন করে। এরপর এটি আইনি ভিত্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু দেশের ইতিহাসে এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় এক ধরনের জটিলতায় পড়ে যান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। যে কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত এ বিলম্ব হচ্ছে বলে দায়িত্বশীলরা জানিয়েছেন।

ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ায় বিপত্তি : আজ সভা

উচ্চতর প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, মাতৃত্বকালীন, হজ, তীর্থযাত্রা, অসুস্থতাসহ শিক্ষকদের নানা ধরনের ছুটির কারণে প্রায় প্রতিদিনই দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিক্ষক সংকটে ভুগছে। এর বাইরে মৃত্যুসহ অন্যান্য কারণে শিক্ষকের পদ শূন্যও হচ্ছে। আর এ অনুপস্থিতি ও শূন্যতার কারণে বিদ্যালয়ে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটছে। যে কারণে 'শিক্ষক পুল' গঠন করে সেখান থেকে সরকার বিদ্যালয়গুলোতে ওই শূন্যতা পূরণের উদ্যোগ নেয়। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, এ ব্যাপারে সরকারের শীর্ষ পর্যায়, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে প্রারম্ভিক কাজ দ্রুত আগায়। এমনকি এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় হয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট ফাইলে স্বাক্ষর করেন। এরপর গত ১৪ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফলে 'শিক্ষক পুল' গঠনের জন্য ১৫ হাজার ১৯ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করা শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষক প্রত্যাশায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়। এরপরই শুরু হয় বিপত্তি। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ ক্ষেত্রে মূলত সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে বিপত্তিতে পড়েছে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন ধরনের আইন, বিধিমালা বা নীতিমালা তৈরি না করে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। বাছাই করা হয় প্রার্থীও। কিন্তু আইন-কানুন না থাকায় তাদের আর নিয়োগ দেয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ১৪ আগস্ট মূল ফলাফলে ১২ হাজার ৭০১ জনকে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। একই সময়ে শিক্ষক পুল গঠনের জন্য সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে শূন্য পদের বিপরীতে প্রার্থী নির্বাচনের পর অবশিষ্টদের মধ্য থেকে ১৫ হাজার ১৯ জনকে উপজেলা/থানাওয়ারি প্রাথমিক শিক্ষক পুল গঠনের জন্য সুপারিশ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ মহিলা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তরা ছয় মাস করে চাকরিকালীন দুবার মাতৃত্বকালীন ছুটি পান। এসব কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এ সাময়িক ঘাটতি হয়। এর বাইরে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের ছুটি তো রয়েছেই।

অপেক্ষার অবসান আজ : তবে শেষ পর্যন্ত ওইসব প্রার্থীর অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ। জানতে চাইলে শনিবার বিকেলে মোবাইল ফোনে তিনি বলেন, পুলভুক্ত এসব প্রার্থীকে 'স্থায়ী নিয়োগ' দেয়ার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা এগুচ্ছেন। এ লক্ষ্যে একটি নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভা ডাকা হয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আজই তা পাস হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, নীতিমালার প্রস্তাবনা অনুযায়ী প্রথমে পুল গঠিত হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে তারা থেকে কাজ করবেন। এরপর সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় অর্থ মন্ত্রণালয় যদি 'রিজার্ভ পদ' সৃষ্টি করে তাহলে তার মাধ্যমে তাদের চাকরি নিয়মিত হয়ে যাবে। যদি রিজার্ভ পদ সৃষ্টিতে বিলম্ব ঘটে তাহলে পুলের মেয়াদ বাড়বে। তিনি বলেন, 'তবে আমরা এটা ধরে নিচ্ছি না যে, সরকার এখনই রিজার্ভ পদ সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা আর্থিক প্রশ্নের সমাধান হলে একেবারেই রিজার্ভ পদ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।'

রিজার্ভ পদ কত : সরকার প্রথমে এদের খণ্ডকালীন হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। স্থায়ী নিয়োগ দিতে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের বিদ্যমান পদের বিপরীতে ১০ শতাংশ 'লিভ রিজার্ভ' পদ সৃষ্টির প্রস্তাবনা উঠেছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক লাখ ৮০ হাজার সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। এ শিক্ষকদের বিপরীতে ১০ ভাগ হারে ১৮ হাজার 'লিভ রিজার্ভ' পদ সৃষ্টির সুপারিশ করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নীতিমালায় কি আছে : জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিনের স্বাক্ষরে তিন পৃষ্ঠার একটি নীতিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। 'প্রাথমিক শিক্ষক পুল নীতিমালা' শীর্ষক ওই খসড়ায় মোট ১২টি মূল ধারাসহ অসংখ্য উপধারা রয়েছে। এতে বলা হয়, প্রত্যেক উপজেলা বা থানায় পুল গঠিত হবে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণরাই কেবল পুলে নিয়োগের জন্য মনোনীত হবেন। পুলের শিক্ষকরা সংশ্লিষ্ট থানা বা উপজেলার বাইরে বিবেচিত হবেন না। ২০১১ সালের পরীক্ষার বাইরে পরবর্তী নিয়োগ পরীক্ষা থেকেও পুল গঠনের জন্য সুপারিশ করা যাবে। পুলের মেয়াদ হবে ৬ মাস। ১০ ভাগ লিভ রিজার্ভ পদ পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুল বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পুলভুক্ত শিক্ষকরা আপাতত ৬ হাজার টাকা করে সম্মানী পাবেন। পুলের মেয়াদ বাড়লে বাড়বে এতে শিক্ষকদের অবস্থানের মেয়াদও। এসব শিক্ষককে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলায় নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও জেলায় এডিসির নেতৃত্বে ৩ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হবে। ১০ ভাগ লিভ রিজার্ভ সৃষ্টি হলে পরবর্তী সময়ে তার বিপরীতেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। বিদ্যালয়ে সংযুক্তির পর পুলভুক্তরা প্রধান শিক্ষকের নির্দেশনায় চলবেন। সারাদেশ মিলিয়ে ২০ হাজারের বেশি পুলভুক্ত শিক্ষক থাকবেন না। পুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাময়িকভাবে নিযুক্তি প্রদান করবেন। আবার সাময়িকভাবে প্রত্যাহারও করা যাবে। নিয়োগের সময়ে পুলভুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে দেড়শ' টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি হবে। তারা সরকারি ছুটি ছাড়া অন্য কোন ছুটি পালন করতে পারবেন না। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত হলে মাসোহারা থেকে অর্থ কাটা যাবে। তার নিযুক্তির পর অনুমতি ছাড়া ৭ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে চুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে। পুলভুক্ত শিক্ষকদের অবশ্য উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত তারা দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবেন না।